Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 14 –19
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে 'রাধা' : আত্মহত্যা হুমকির মনস্তত্ত্ব

স্বপ্ননীল সরকার
ইমেইল : sarkarswapnanil99@gmail.com

Keyword
আত্মহত্যা-প্রবণতার, আত্মহত্যার হুমকি, অনুপ্রবেশমূলক, ভালোবাসা আদায়ের অত্যাচার

Abstract
'আত্মহত্যার হুমকি' কথাটিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, কিছু একটা পাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা। একজন আত্মহত্যার করে ফেললে অপরজন বিপাকে পড়বেন; ফলে অপরজন প্রথমজনের কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি দিতে বাধ্য হবেন চাপের মুখে পড়ে। অর্থাৎ আত্মহত্যার হুমকি এক প্রকার অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। আত্মহত্যা অনেক সময় ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি বা ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় যাকে বলে 'থ্যানাটোস', তা দ্বারা পরিচালিত হয়। বিষয়টি এরকম যে, প্রয়োজনে নিজেকে কষ্ট দিয়ে হলেও অপরকে শিক্ষা দেওয়া। বিশ্ব সাহিত্যে নানা আত্মহত্যার প্রসঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও নানা আত্মহত্যা ও আত্মহত্যা প্রবণতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার সংলাপে বারবার আত্মহত্যার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এগুলি 'আত্মহত্যা প্রবণতা' না 'আত্মহত্যার হুমকি?' —বিষয়টি নিয়েই এই সন্দর্ভপত্র। রাধার সংলাপে উঠে আসা আত্মহত্যা প্রসঙ্গের কারণগুলির অন্বেষণ ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আশ্রয় করে সেগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কাব্যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড এবং রাধাবিরহ অংশে রাধার আত্মহত্যা সংক্রান্ত কথোপকথন উঠেছে এসেছে। তিনটি খণ্ডেই আত্মহত্যা সংক্রান্ত শব্দচয়নে রাধার ভিন্ন ভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত খুঁজে পাওয়া যাবে। কখনও লজ্জা প্রকাশক ভাষা হিসেবে, কখনও কাজ আদায় করে নিতে, কখনও সমাজের অনুশাসন থেকে পালিয়ে বাঁচতে রাধা আত্মহত্যা সংক্রান্ত কথা উচ্চারণ করেছেন। দানখণ্ড এবং নৌকাখণ্ডের প্রথম দিকে রাধার আত্মহনন সংক্রান্ত সংলাপ থেকে আপাতভাবে মনে হবে কৃষ্ণের উপদ্রবের কারণে রাধা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে চাইছেন। কিন্তু, নৌকাখণ্ডে মাঝ-যমুনাতে আত্মহত্যার সুযোগ থাকলেও রাধা একবারের জন্যও আত্মহত্যার কোনোরকম চেষ্টা করেননি। আবার, যে রাধা একসময় কৃষ্ণের হাত থেকে বাঁচতে আত্মহত্যার হুমকি দিতেন, সেই রাধাই রাধাবিরহ অংশে কৃষ্ণকে না পেয়ে আত্মহত্যার হুমকি দিচ্ছেন বড়াইকে; এমনকি কৃষ্ণ রাধার শরীরী চাহিদা পূরণ না করতে চাওয়ায় কৃষ্ণকে বহুবার রাধা আত্মহত্যার ভয় দেখিয়েছেন। আত্মহত্যার হুমকিকে রাধা কার্য সিদ্ধি বা বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন এই কাব্যে। রাধার আত্মধ্বংসের হুমকির এই সব নানাবিধ মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে।

Discussion

বাংলা সাহিত্যের আত্মহত্যা-প্রবণতার ও আত্মহত্যার হুমকির প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আদি মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডে এই আত্মহত্যা প্রবণতার বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়, যা থেকে রাধার আত্মহত্যা-চিন্তার মনস্তাত্ত্বিক চেহারা খুঁজে পাওয়া যাবে। নৌকাখণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের পরিপূর্ণ মিলনের পূর্বে, কৃষ্ণের উপদ্রবের প্রতিবাদে রাধা আত্মহত্যার কথা ভেবেছেন (বলেছেন)। দান খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যক পদে রাধা বড়াইকে বলেছেন— ‘কাহ্ন মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে।/পরসিঁলে তেজিবোঁ পরাণে’ (কানাই আমার আলিঙ্গন চায়, সে স্পর্শ করলে আমি প্রাণ ত্যাগ করব); কিংবা ‘পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি ঊড়ী পড়ি যাওঁ।/যথাঁ সে কাহ্নাঞিঁর মুখ দেখিতেঁ না পাও।।/হেন মনে করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ।/মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।’ [দানখণ্ডের ৫২তম পদ] (জাতিতে পাখি নই যে সেইখানে উড়ে চলে যাব, যেখানে আর কানাইয়ের মুখ দেখতে পাব না, এমন ইচ্ছে করে যে বিষ খেয়ে মরে যাই, পৃথিবী বিদীর্ণ করে দাও যেখানে প্রবেশ করে নিজেকে লুকাই)। আবার, ‘হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরী।/পরার পুরুষ সমেঁ ধামালী না করী।।’ [দানখণ্ডের ৫৯সংখ্যক পদ] (বড়ায়ি, আমার মনে হচ্ছে আমি দীঘিতে ডুবে মরি)। এ রকম অনেক পদেই বড়াইয়ের সঙ্গে কথোপকথনকালে অথবা কৃষ্ণের সঙ্গে বচসাকালে রাধা এই আত্মহত্যার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু, এই আত্মহত্যার বাসনার পিছনে কাজ করছে রাধার ‘Ego’ বা অহম্। ফ্রয়েডীয় পরিভাষানুযায়ী, এই ‘Ego’ হল এক সক্রিয় সত্তা যা সামাজিক অনুশাসনকে মানতে বাধ্য থাকে। এর ফলস্বরূপ সহজাত প্রবৃত্তিগুলি পরিবর্তিত হয়ে যায় অবদবিত অচেতন কামবাসনায় অর্থাৎ Repressed Conscious Desires-এ[১]। বিদিশা চট্টোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায়) তাঁর ‘ফ্রয়েডের যৌনবিবর্তন তত্ত্ব: একটি নারীবাদী মূল্যায়ন’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখছেন,

> “মেয়েদের ব্যক্তিত্ব গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে ফ্রয়েডের আরও একটি মন্তব্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। ফ্রয়েড মনে করেন যে puberty বা বয়ঃসন্ধির ফলে (যার সূচনা হয় শিশুর কৈশোরকালে) ছেলেদের মধ্যে অতিরিক্ত কামজ শক্তির সঞ্চার হয়। অপরদিকে এই সময়ে মেয়েদের মধ্যে এই বয়সন্ধিকালটি এক ধরনের repression বা অবদানের সূচনা করে।”[২]

দানখণ্ডে তখনও পর্যন্ত রাধার যৌন অভিজ্ঞতা হয়নি; কিন্তু মনে বয়ঃসন্ধির বসন্ত এসে গিয়েছে। এই সময়ে তাঁর মনে একপ্রকার repression বা অবদমন কাজ করবে, এটাই স্বাভাবিক। এই অবদমনের কারণ :

১. অহম্ বা Ego অর্থাৎ reality principal. এই রিয়ালিটি প্রিন্সিপাল সমাজ-নির্দেশিত— পরপুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ।
২. যৌনমিলনকে কষ্টকর অভিজ্ঞতা বলে মনে হওয়া।
৩. কৃষ্ণের কাছে তাঁর castration বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যাবে। আর আমরা জানি ফ্রয়েডের মতে, “মেয়েরা puberty-র বা বয়ঃসন্ধির সময়ে যে repression বা অবদমনের মধ্যে দিয়ে যায়, তা তাকে আরো একবার মনে করিয়ে দেয় তার castration বা উপস্থহীনতার কথা। এই উপলব্ধি থেকে জন্ম নেয় এক ধরনের inferiority sense বা হীনমন্যতায়...” (তদেব)। সেই হীনমন্যতা থেকেও ওই অবদমন হতে পারে।
৪. রাধার মনে মিলনের বাসনা থাকলে অবদমনের অন্যতম কারণ ‘Youth: The Years From Ten to Sixteen’ গ্রন্থে বর্ণিত ১৩ বছরের মেয়েদের মনস্তত্ত্বে—

> “In fact, a good deal may go on in the girl’s minds with no actual contact with the favoured boy. Apparently, to many 13-years-olds, boys in the flesh are too much touchable, but they love to talk and think about them. Many girls are more withdrawn from boys than at twelve.”[৩]

এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব থেকেও ওই অবদমন। অর্থাৎ এখানে রাধার মনে মনে মিলনাকাঙ্ক্ষা থাকলেও তার অবদমন ঘটেছে। সেই সামাজিক বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রিত Ego এবং তাঁর মনের চাহিদা pleasure principle নিয়ন্ত্রিত Id — এই দু'য়ের প্রবলতর দ্বন্দ্বে Id পরাজিত হলে রাধার মনের গহনে 'Thanatos'-এর আবির্ভাব ঘটে। এই Thanatos এক প্রকার Death Drive Force - এর মতো কাজ করে; Oxford Dictionary of Psychology - অনুযায়ী,

> "In psychoanalysis, the unconscious drive towards dissolution and death, initially turned inwards on oneself and tending to self-destruction; later turned outwards in the form of aggression."[8]

সামাজিক নিষেধের চাপ থেকে পালিয়ে বাঁচতেই রাধার এই আত্মহত্যার ইচ্ছা।
আবার, এই আত্মহত্যার ইচ্ছে, বাইরের একটি ছদ্মবেশ-মাত্রও হতে পারে। ধরা যাক, বাঙালিরা কথায় কথায় 'লজ্জায় মরি' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথের গানেও পাই, 'ছি ছি, মরি লাজে, মরি লাজে—/কে সাজালো মোরে মিছে সাজে। হায়॥' কিংবা অতুলপ্রসাদ সেনের গানে পাই, 'তোমার দ্বারে আসতে হরি, তাই তো লাজে মরি'। অর্থাৎ 'লজ্জা' শব্দের সঙ্গে যে 'মরে যাওয়া'র প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে আসছে, সেখানে তো আত্মহত্যার ভাষাটি ব্যবহৃত হলেও তা কেবল কথার কথা। তা সত্যি সত্যি আত্মহত্যার বাসনা নয়। কৃষ্ণের ভালোবাসার উপদ্রবে চরম লজ্জা পেয়েই হয়তো এই আত্মহত্যা-কেন্দ্রিক শব্দচয়ন করেছেন রাধা।

রাধার এই আত্মহত্যা-প্রবণ সংলাপ বা আত্মহত্যার হুমকির কারণ হিসেবে তিনটি সম্ভাবনা পাওয়া গেল—
১. সত্যিই হয়তো রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে যৌন মিলনে অনিচ্ছুক।
২. রাধা কৃষ্ণমিলন চাইলেও সমাজের অনুশাসনের ভয়ে তাঁর Ego এতখানি শক্তিশালী যে, সেই ইচ্ছার অবদমন ঘটেছে।
৩. রাধা লজ্জা প্রকাশক শব্দ হিসেবে আত্মহত্যার ভাষাটি ব্যবহার করেছেন মাত্র। কিন্তু তা আক্ষরিক অর্থে আত্মহত্যা-কামনা নয়।

এককথায়, অনিচ্ছা থেকেই হোক, অবদমন থেকেই হোক বা লজ্জার ভাষা প্রকাশক শব্দচয়ন থেকেই হোক, রাধা যে আত্মহত্যার হুমকি-জাতীয় সংলাপ উচ্চারণ করছেন, তার কারণ হিসেবে উপরিউক্ত তিনটি সম্ভাবনার কোনটি এগিয়ে, তার প্রমাণ আরও সুস্পষ্ট হয়—নৌকাখণ্ডে এবং রাধাবিরহ অংশে।

নৌকাখণ্ডের ১৩তম পদে, রাধা কৃষ্ণের নৌকায় ওঠার আগে হুমকি দিয়েছেন, "ধরিবি বলে মরিবোঁ হেলে/ঝাঁপ দিআঁ যমুনা এয়ে।/বাত বরুণ সুরুজ সাখি/এ বধ দিবোঁ তোম্ভাআয়ে এ।।" (জোর করে ধরবি, আমিও হেলায় যমুনাতে ঝাঁপ দিয়ে মরব। বাতাস, বরুণ, সূর্য সাক্ষী এই হত্যার দায় তোমাকে দেব) অর্থাৎ রাধা আত্মহত্যার জন্য দায়ী থাকবেন কৃষ্ণ—এই হুমকি দিয়েছেন। কিংবা ১৬তম পদে পাচ্ছি, 'তিরীবধ দিবোঁ মোহেঁ তোম্ভাতে উপরে।/ঝাঁপ দিআঁ যমুনার জলে।।' (আমি তোমাকে স্ত্রী বধের দোষ দেব, যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে)। এই আত্মহত্যার হুমকির সঙ্গে মিল পাওয়া যায়, সুইসাইড নোটে নাম লিখে কাউকে 'আত্মহত্যার জন্য দায়ী' বলে ঘোষণা করে দেওয়ার হুমকির। যাইহোক, এ-থেকে বোঝা যায়, রাধা সত্যিই অনিচ্ছুক। এমনকি নৌকায় ওঠার পর, কৃষ্ণ কৃত্রিমভাবে বা মায়াবলে নদীতে উথাল-পাথাল ঊর্মিমালা সৃষ্টি করলে ভীত রাধা বুঝতে পারেন, এসব কৃষ্ণেরই ছল। তাই তিনি বলেন, 'না জাণো দিশ বিদিশ লাগে বড় ডরে।/তিরীবধ দিবোঁ কাহ্নায়ী তোম্ভার উপরে।।' (দিগ্বিদিক কিছু জানিনে, বড় ভয় লাগছে কানাই! তোমাকেই স্ত্রী হত্যার পাপের ভাগী করব।) (নৌকাখণ্ডের ২১তম পদ) এই সংলাপ থেকে আপাতভাবে

মনে হতে পারে, কৃষ্ণের কামুকতার হাত থেকে বাঁচতে রাধা আত্মরক্ষার ছল হিসেবে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে, সত্যিই কি রাধা অনিচ্ছুক? যদি তাই হয়, তাহলে নৌকায় ওঠার আগে রাধা কৃষ্ণকে কেন বলবেন, 'বসসি তোঁ আরে কাহ্ন সজনসমাজে।/শুণিআঁ কি বুলিব তোম্ভারে সব রাজে।।' (কানাই, তুই তো সজন সমাজে বাস করিস। এ-কথা শুনলে অন্য রাজপুরুষরা তোকে কী বলবে?) রাধা যদি ব্যক্তি অনাগ্রহ-অনিচ্ছা থেকেই কৃষ্ণের মিলন-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে চাইতেন, তাহলে সমাজের ভয় দেখানোর তো কোনো কারণ ছিল না। সজন সমাজের লোকে কী বলবে— এই ভয় দেখিয়েছেন রাধা। 'তোমাকে আমার পছন্দ নয়' বা 'আমার পক্ষে সম্ভব নয়' —এই ধরনের কোনো কথা না বলেননি। আসলে, রাধার মনেই ছিল সামাজিক অনুশাসনে ভয়। তাই তাঁর Ego, super-ego তাঁর Idকে অবদমন করেছে। তাই কথার স্রোতে তাঁর নিজের ভয়ের কারণটাই বেরিয়ে এসেছে, যা তিনি কৃষ্ণের উপর আরোপ করতে চেয়েছেন। রাধার মনের এই অবদমিত ইচ্ছার সমর্থন হিসেবে দেখা যায়, কৃষ্ণ যখন রাধার শরীরের অলঙ্কার, বসন-মেখলা, বুকের কাঁচুলি খুলে জলে ফেলে দিতে বলেন, রাধা একবারের জন্যও কোনো প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধাচরণ করেননি। রাধা তো জানতেন, সবই কৃষ্ণের কারসাজি, তাই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার ভয়ে রাধা বাধ্য হয়ে বসন খুলে ফেলেননি; বলা যায় স্বেচ্ছাতেই করেছেন—'রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ' (নৌকাখণ্ডের ২৫তম পদ)। কিন্তু, মাথায় রাখা দরকার, রাধা স্বেচ্ছায় দেহ অনাবৃত করলেও ওই পদটিতেই দেখা যাচ্ছে, রাধা 'ভয়' পেয়ে কৃষ্ণের কোল প্রার্থনা করেছেন, 'ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিঁ মাঙ্গে কোল।/ডর পারি রাধা কাহ্নাঞিঁকে বড়ায়ি জুনী জানে।/বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে।' (রাধা ভয় পেয়ে কৃষ্ণের কোল প্রার্থনা করল। কানাই, আমাকে কোলে করো, বড়াই যেন না জানে। বড়ায়ি জানলে কংস-আইহন সকলে জেনে যাবে)। এই 'ভয়' কীসের ভয়? ১. ঝড়-তুফানের ভয় নিশ্চিত নয়। কারণ, রাধা জানেন, এই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা কৃষ্ণের সাজানো। আর কৃষ্ণ আর যাই করুন, তাঁকে (রাধাকে) মেরে ফেলবেন না। তাই নৌকা থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় তাঁর নেই। ২. 'অনুপ্রবেশমূলক যৌনমিলনে'র ভয়? কারণ, প্রথম মিলনের প্রাক্-কালে অনেক নারীই ভাবেন, মিলন বিষয়টি শারীরিকভাবে যন্ত্রণার। কিন্তু, তাই যদি হবে, তাহলে রাধা শুধু অন্যান্য বসন-অলঙ্কার খুললেই পারতেন; নিম্নাঙ্গের আচ্ছাদন স্বেচ্ছায় খুলতে গেলেন কেন? তার মানে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে 'Make out' করতে চাইলেও 'sex' করতে চাইছেন না। সেক্ষেত্রে Sex-এর ভয়ও হতে পারে। কিন্তু, তাহলেও আরও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, penetration-এর 'ভয়' থাকলে রাধা লোক-জানাজানি হওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন কেন? আসলে শ্লোকটিতে উল্লিখিত ওই 'ডর' বা 'ভয়' হল সমাজের ভয়, লোকভয়, লোক-জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়। রাধা জানেন, এই মিলনের ঘটনা বড়াই, আইহন, কংস—সকলেই জেনে গেলে রাধাকে কেউ ঠাঁই দেবেন না; রাধা সমাজচ্যুত হবেন; তাই সেই ভয় নিয়েই রাধা আশ্রয় খুঁজতে চেয়েছেন কৃষ্ণের কোলে। সেই জন্যই মিলনকালে রাধা কৃষ্ণকে বলছেন, 'সব সখি দেখে মোর কাহ্নাঞিঁ ল।/না তুলিহ জলের উপর। ...যে কর সে কর তুঞিঁ/মোরে জলের ভিতর।/হোর সব সখিজন কাহ্নাঞিঁ ল/দেখে তাক মোর ডর।।' (সব সখি দেখছে, ওগো কানাই, আমায় জলের উপর তুলো না।...আমাকে যা করো, তুমি জলের ভিতরেই করো। দেখো, সব সখিরা দেখছে, তাতে আমি খুব ভয় পাচ্ছি)। [নৌকাখণ্ডের ২৬তম পদ]। অর্থাৎ রাধার ভয় প্রাণভয় নয়, সমাজের ভয়।

আরও একটি সম্ভবনা থেকে যায়। রাধা ভয়ের বিষয়টিকে একটা অছিলা হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ আলিঙ্গন চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি রাধা আনন্দে লাফিয়ে উঠে সেই ডাকে সুড়সুড় করে সাড়া দেন—এরকম পরিস্থিতি তৈরি হলে রাধার গুরুত্বহানি ঘটবে। অর্থাৎ রাধাকে চাইলেই সহজে পাওয়া যায় না, বা রাধা 'ছেলের হাতের মোয়া' নন, সেই আত্মসম্মানবোধ নিয়ে, নিজের দাম নিজে বুঝিয়ে দিতে রাধা এই 'ভয়ে'র অভিনয় করতে পারেন। তিনি কৃষ্ণকে ভয় পাওয়ার কৃত্রিম অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চান— রাধা কৃষ্ণের ডাকে নয়, নিতান্ত 'ভয়' পেয়েই কৃষ্ণের কোলে উঠেছেন।

এমনকি, মিলনের সময় "রাধার মনতে তবেঁ জাগিল মদন।/উরুস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন... রাধার নিতম্বে কাহ্নাঞিঁ দিল ঘন নখে।/চমকি করিল রাধা অতি রতিসুখে।" (রাধার মনে কাম জাগ্রত হল, উরুস্থানে রাধা দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করল...রাধার নিতম্বে কানাই ঘন নখরেখা দিল, রাধা তখন অত্যন্ত রতিমিলনের সুখে চমকে উঠল) (নৌকাখণ্ডের ২৬তম পদ)। অর্থাৎ রাধাও কোনো অস্বস্তি বোধ করলেন না। যে রাধা দানখণ্ডে বা নৌকাখণ্ডের শুরুতে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন, সেই রাধাই এত সহজে রতিসুখে মেতে উঠলেন; কারণ রাধার মনেও ওই কামনা দীর্ঘদিন ধরে অবদমিত ছিল। জলকেলিতে তার পূর্ণতা পেল। ভরা যমুনায় তো রাধার আত্মহত্যার যথেষ্ট পরিসর ছিল। কিন্তু রাধা তো একবারের জন্যও আত্মহত্যার চেষ্টা করেননি; কিংবা কৃষ্ণের চুম্বনের পর একবারের জন্যও নিজেকে কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেননি। নৌকাখণ্ডের কৃষ্ণকে 'ধর্ষক' বললে ভুল হবে, কারণ কেউ ধর্ষককে ভালোবাসতে পারেন না। রাধা ভালোবেসেছেন কৃষ্ণকে। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া হয়—রাধা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণের সঙ্গে যৌনমিলনের পর রাধার মনে যৌন বাসনা প্রকট হয়েছে অর্থাৎ কৃষ্ণ অনভিজ্ঞ রাধাকে জোর করে ধর্ষণ করার ফলেই রাধা শরীরী মিলনে আগ্রহী হয়েছেন; তাহলেও কৃষ্ণকে 'ধর্ষক' বলা চলে না; কারণ, রাধার তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই, বিতৃষ্ণা নেই, ক্ষোভ নেই। রাধা বরং কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। সেই কৃতজ্ঞতার কথা রাধা বড়াইকে জানিয়েছেন, 'এবার কাহ্নাঞিঁ বড় কৈল উপকার।/জরমেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুন তাহার' (নৌকাখণ্ডের ২৯তম পদ)। নীলরতন সেন এর অনুবাদ করেছেন,

> "এবার কানাই আমার বিশেষ উপকার করেছে। এ-জন্মে তার এই ঋণ শোধ করতে পারব না।"[৫]

পাঠকের বুঝতে অপেক্ষা থাকে না, ওই 'বিশেষ উপকার'টি হল শরীরী মিলন। অর্থাৎ দানখণ্ড বা নৌকাখণ্ডের শুরুতে কৃষ্ণের উপদ্রবে রাধা যে সমস্ত আত্মহত্যার হুমকিগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলি কৃষ্ণের ভালোবাসা আদায়ের অত্যাচারের কারণে নয়; সেগুলি সমাজের কঠোর অনুশাসন থেকে বাঁচতে।

রাধার আত্মহত্যা প্রবণতা এবং আত্মহত্যার হুমকি প্রকট হতে দেখা যায় 'রাধাবিরহ' অংশে। কৃষ্ণবিরহে রাধা তখন পাগলিনী। তাই তিনি বড়াইকে বলছেন, 'সাগরসঙ্গম গিআঁ। গাএর মাসঁ কাটিআঁ আপণা ভোজ দিআঁ' (১ম পদ); 'বাঘ ভালুকে বা আম্ভাক খাউ।/কাহ্নাঞিঁর উদ্দেসে পরাণ জাউ...যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যুমনাতরঙ্গে।/তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে' (৭ম পদ), 'মরি জাইব কাহ্নের বিরহে'। (২০) উল্লেখ্য যে, এসব হুমকি রাধা বড়াইকে দিচ্ছেন। এর দু-টি মনস্তাত্ত্বিক কারণ হতে পারে—১. রাধা আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে বড়াইকে রাজি করাতে চান, যাতে বড়াই যেন-তেন-প্রকারেণ কৃষ্ণকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। ২. কৃষ্ণকে ছাড়া তিনি জীবনের কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে অধ্যাপক বিদিশা সাহা ও অধ্যাপক সোমদেব মিত্রর 'Suicide and Depression : An Enigmatic Problem' শীর্ষক প্রবন্ধটির একটি অংশ তাৎপর্যপূর্ণ; তাঁরা লিখছেন,

> "While patients may directly utter the words, 'I want to die', or 'I'm going to kill myself', they may also express themselves indirectly, making statements like 'life has no meaning' or 'I wish I would never wake up."[৬]

কারণ, কৃষ্ণ তাঁর pleasure Principal. সেই মুহূর্তে তাঁর ego, supper ego শূন্য। তাই Id তাঁকে চালনা করছে। তাই তিনি বড়াইকে ইমোশানাল ব্লাকমেইল করছেন আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে। এই হুমকি রাধা কৃষ্ণকেও দিয়েছেন, 'তিরিবধপাপ নাহিক ডর তোম্ভারে লঁ' (স্ত্রীহত্যার পাপের ভয়ও কি তোমার নেই?) [৩০তম], 'পরাণে না মার মোরে দেব গদাধর/তিরিবধপাপ কেহ্নে নাহিক তোম্ভারে' (দেব গদাধর, আমাকে প্রাণে মেরো না, স্ত্রীহত্যার ভয় কি তোমার নেই?) [৩২তম পদ], 'তোম্ভাত লাগিআঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ।/তবেঁ তিরীবধ লাগে কাহ্নাঞিঁ তোম্ভাএ।।' (তোমার জন্য

যদি আমার প্রাণ যায় তবে কানাই তোমাকে স্ত্রী হত্যার পাপ স্পর্শ করবে) [৩৬তম], 'সাগর সঙ্গম জলে।/তেজিবোঁ মো কলেবরে।/এথাঞিঁ মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে।/এহা জেনে গদাধর/একবার দয়া কর।' (সাগর সঙ্গমের জলে আমি দেহত্যাগ করব কিংবা এখানে বিষ খেয়ে মরব, একথা (সত্য) জেনে গদাধর একবার আমাকে দয়া করো) [৩৮তম], 'তিরীবধভয় না মানসি' (স্ত্রী হত্যার পাপের ভয় মানছ না?) [৪১তম] ইত্যাদি অসংখ্যবার একই কথা বলছেন। এসব প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসার মানুষটিকে জোর করে কাছে পাওয়ার চেষ্টা। এই চেষ্টা থেকেই আত্মহত্যার হুমকি। রাধা প্রকৃত পক্ষেই বিরহকাতর, কিন্তু কোথাও তাঁর আত্মহত্যার প্রচেষ্টার উল্লেখ কাব্যে নেই। তাই রাধার ঘন ঘন আত্মহত্যা বিষয়ক সংলাপকে আত্মহত্যা প্রবণতা না ভেবে আত্মহত্যার হুমকি হিসেবে বিবেচনা করাই যথাযথ।

অধ্যাপক শ্রুতিনাথ চক্রবর্তীর একটি দারুণ বিশ্লেষণ এপ্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য— তিনি লিখেছেন,

> "রাধাবিরহ-এর রাধার মৃত্যুকে মনে হয় প্রেমিকের সঙ্গে মিলন— 'যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনা তরঙ্গে। / তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে'। [যদি যমুনার তরঙ্গে ডুবে মরি, তাহলে কানাইয়ের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবো] মরণ তখন আর তাঁর কাছে শ্যাম-সমান নয়, একেবারেই শ্যামই।"[৭]

এভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের রাধার উত্তরাধিকার যেন শোনা যায় চণ্ডীদাসের রাধার মুখ থেকে—

> 'কামনা করিয়া সাগরে মরিব, /সাধিব মনের সাধা/
> মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন/তোমারে করিব রাধা'।

তথ্যসূত্র :

১. মিশ্র, পুষ্পা (সম্পা.), সিগমুন্ড ফ্রয়েড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮, পৃ. ৪২৫
২. তদেব, পৃ. ১৭৯
৩. Gesell, Arnold, Ilg Frances L., Ames Bates Louise, Youth : The Years From Ten to Sixteen', Harper And Brothers, Publishers, New York, 1956, p. 416
৪. Andrew, M. Colman, Oxford Dictionary of Psychology, Oxford University press, Oxford, 2003, p. 719
৫. সেন, নীলরতন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ২০৪
৬. কুণ্ডু, পুরীপ্রিয়া (সম্পা.), আত্মহত্যা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৬, পৃ. ২৩৮
৭. চক্রবর্তী, শ্রুতিনাথ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও আধুনিক মনস্তত্ত্ব, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১৮, পৃ. ১৭৫